



66886 - কোন শ্রমিকের মসকীনকে সয়ামরে ফদিয়া প্রদান করা যাবে? কতটুকু পরিমাণ এবং কোন প্রকারের খাদ্য?

প্রশ্ন

আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

(فَدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ)

“ফদিয়া হলো মসকীন খাওয়ানো”। সেই মসকীনকে কি বালগে ও মুকাল্লাফ (শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত) হওয়া শর্ত? যদি কোন ব্যক্তি ৩০ জন মসকীনকে খাওয়াতে চায় সেক্ষেত্রে মসকীনের সন্তানসন্ততি ও মসকীন ব্যক্তি যাদের ভরণপোষণ করে তাদেরকে কী মসকীনের সংখ্যার মধ্যে ধরা যাবে? খাদ্যের পরিবর্তে অর্থ দয়া কি জায়গে আছে? এই খাওয়ানোর পরিমাণটা কভাবে নির্ধারণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক :

যে ব্যক্তি রমজানে সয়াম পালনে সক্ষম এবং তার কোন শরয়িত অনুমোদিতওজর নাই তার জন্য রোযা না-রাখাজায়গে নয়। যে ব্যক্তি শরয়িতের শখিলতার সুযোগ নিয়ে রোযা না-রাখবনে তাদের সকলকে যে প্রতদিনের রোযার পরিবর্তে মসকীন খাওয়াতে হয় এমনটা নয়। বরং মসকীন খাওয়াতে হয় অশীতপির বৃদ্ধকে এবং এমন রোগীকষোর সুস্থতার আশা নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আর যাদের জন্য তা (সয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদীরকে খাবার প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন : “এরা হল অশীতপির বৃদ্ধ নর ও নারী। যারা রোযা পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রতদিনের পরিবর্তে একজন মসকীনকে খাওয়াবে।” [এটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (৪৫০৫)]

একইভাবে যে রোগীর সুস্থতার আশা নাই তার হুকুমও অশীতপির বৃদ্ধের ন্যায়। ইবনে ক্বুদামাহ (রাহমিহুল্লাহ) বলছেন : “যে রোগীর সুস্থতার আশা নাই সে রোযা না-রখে প্রতদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মসকীনকে খাওয়াবে। কারণ এমন রোগীও অশীতপির বৃদ্ধের হুকুমে পড়ে।” সমাপ্ত [আল মূগনী, পৃষ্ঠা- ৪/৩৯৬]



দুই:

এই মসিকীনরে বালগে হওয়া শরত নয়।

বরং সকল ইমামরে ইত্তফিকব (ঐক্যমত্য়) অনুসারে যে ছোট শিশু খাবার খতে পারে তাকেও ফদিয়া দয়া যাবে। শুধু দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফদিয়া দয়ার ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈয করছেন। অধিকাংশ আলমেগণ (ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আশ-শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ)সটোও জায়যে বলছেন। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশু মসিকীন বধীয় সাধারণভাবে সেও আয়াতরে অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালকে (রাহমিহুল্লাহ) এর কথা থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফদিয়া দয়া যাবে না। যহেতে তনি বলছেন: “দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশুকে ফদিয়া দয়া যাবে।” তাঁর এ মতটি গ্রহণ করছেন ইবনে ক্বুদামা রাহমিহুল্লাহ। [দখুন আলমূগনী (১৩/৫০৮), আলইনস্বাফ(২৩/৩৪২) ও আলমাওসূআআলফকিবহয়িয়াহ(৩৫/১০১-১০৩)]

তনি:

মসিকীনরে সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও পরিবারবর্গ যাদরে ভরণপোষণ দয়া তার উপর ওয়াজবি তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে- যদি তারা তাদের যতটুকু প্রয়োজনসটো না পায় এবং এই মসিকীন ব্যতীত তাদের জন্য খরচ করার আর কটে না থাকে। তাই তাে কোন মসিকীনকে যাকাতরে সম্পদ থেকে ততটুকু দয়া হয় যা তার নিজরে জন্য ও তারপরিবাররে জন্য যথেষ্ট হয়।

আর রাউদুল মুরবি(৩/৩১১) গ্রন্থে রয়েছে: “দুই শরণী (অর্থাত্ ফকীর ও মসিকীন) কতেতটুকু পরমাণ যাকাতদতিহবে যতটুকু তাদের নিজরে জন্য ও তাদের পরিবাররে জন্য পূরণভাবে যথেষ্ট হয়।”সমাপ্ত

চার:

প্রদানযোগ্য খাদ্যরে প্রকার ও পরমাণ:

একজন মসিকীনকে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্থ সা (প্রায় ১.৫ কজো) প্রদান করতে হবে। তা চাল, খজুর বা অন্য যা কিছু হোক না কেন। আর যদি এর সাথে কোন তরকারী বা গাশত দয়া হয় তবে সটো আরো উত্তম।

ইমাম বুখারী নশিচয়তাপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বারধক্যে পৌঁছানোর পর যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়লেন তখন রোযা না-রখে প্রতদিনরে পরিবর্তে একজন মসিকীনকে রুটি ও গাশত খাওয়ানেন।

খাদ্যরেপরিবর্তে সমমূল্যরে অর্থ দ্বারা ফদিয়া প্রদান করা জায়যে নয়। শাইখ সালহে ফাওয়ান (হাফযিহুল্লাহ) বলছেন: যমেনটি আমি পূর্বহে উল্লেখ করেছি অর্থকড়ি প্রদানরে মাধ্যমে ইত্বআম (মসিকীন খাওয়ানো)এর বধিান আদায় হবে না।



মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো/প্রদান করা হবে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। প্রতিদিনের রোযার পরবর্ত্তে স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের অর্থ সা' প্রদান করতে হবে। অর্থকে সা' এর পরিমাণ প্রায় ১.৫ কজো।

তাই যে পরিমাণের কথা আমরা উল্লেখ করছি সেই পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপনাকে কাফ্ফারা দিতে হবে; অর্থ দিয়ে নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ)

“আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪] এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।”সমাপ্ত।

[আলমুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াস্ শাইখ সালাহে আলফাওয়ান (৩/১৪০)]

আর জানতে (39234) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।